আশীর্বাদের হস্তান্তর

(Passing on the Blessing)

আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায় ৯-২৯ পদ

আবিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাসী কীভাবে জীবনযাপন করবে, তা আমরা গরারে অবিমেলকের প্রতি ইস্হাকের ব্যবহারের মাধ্যমে গত সপ্তাহে শিখেছি। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা ইস্হাককে দেখেছি, তিনি অবিমেলকের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেছেন, এবং তাঁর আচরণে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। ফলস্বরূপ, অবিমেলক উপলব্ধি করেছে, সদাপ্রভু ইস্হাকের সহবর্তী। আর এই উপলব্ধিই ইস্হাকের সঙ্গে সন্ধি করতে অবিমলককে বাধ্য করেছে। আজ আমরা ২৭ অধ্যায়ের ঘটনাকে উপলব্ধি করব।

১। প্রতারণা ও মিথ্যার বিভ্রান্তি:

যাইহোক, ২৬ অধ্যায়ের এই ঘটনার পর অনেক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ২৭ অধ্যায়ে যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই ঘটনার সময়, আমরা যে ইস্হাককে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর এইভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ***"পরে ইস্হাক বৃদ্ধ হলে চক্ষু নিস্তেজ হওয়ায় আর দেখতে পেতেন না।"*** এখন, এইভাবে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে ইস্হাক উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর পিতা, অব্রাহামকে ঈশ্বর যে আশীর্বাদ করেছেন, এখন তা তাঁর সন্তানের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, ঈশ্বর অব্রাহামকে যে আশীর্বাদ করেছেন, তা হল, ঈশ্বর তাঁর থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করবেন, যার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জাতি মহা আশীর্বাদ পেতে চলেছে (আদি ১২:১-৩)। ঈশ্বর আরও প্রতিজ্ঞা করে বলছেন যে, আকাশের তারাদের ন্যায় তাঁর বংশধররা বৃদ্ধি পাবে (১৫:৫) এবং সেই সমস্ত বংশধররা কনানে বসবাস করবে (১৭:৮)। সবার উপরে, তিনি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, তিনি অব্রাহামের এবং অব্রাহামের পরে তাঁর বংশধরদের ঈশ্বর হবেন (১৭:৮)। গত সপ্তাহে আমরা আরও দেখেছি, অব্রাহামের প্রতি এই আশীর্বাদ ঈশ্বর ইস্হাকের প্রতিও পুনরায় ঘোষণা করেছেন (২৬:২৪)। এখন, বৃদ্ধ হওয়ায় ইস্হাক এই আশীর্বাদ তাঁর সন্তানকে দিতে চাইছেন। কিন্তু ইস্হাক এই আশীর্বাদ কার হাতে তুলে দিতে চাইছেন?

২৭:১খ-৪ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন তিনি নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডেকে বললেন, বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কোন দিন আমার মৃত্যু হয়, জানি না। এখন বিনয় করি, তোমার শস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক নিয়ে প্রান্তরে যাও, আমার জন্য মৃগ শিকার করে আন। আর আমি যেমন ভালোবাসি, তেমন সুস্বাদু খাদ্য তৈরী করে আমার কাছে আন, আমি ভোজন করব; যেন মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে।"*** এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, এষৌ ও যাকোবের জন্মের সময় ঈশ্বর যে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, ***"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে"*** (২৫:২৩), তা জানা সত্ত্বেও ইস্হাক তাঁর প্রথমজাত ও তাঁর প্রিয় পুত্রের হাতে সেই আশীর্বাদ তুলে দিতে চাইছেন। আর সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য এষৌকে এমন কাজ করতে বলা হয়েছে, যে বিষয়ে সে নিপুণ (২৫:২৭): তাকে মৃগ শিকার করতে বলা হয়েছে ও ইস্হাকের প্রিয় খাদ্য তৈরী করতে বলা হয়েছে। আর এই প্রিয় খাদ্য, তথা মৃগ মাংসই হল সেই কারণ, যার জন্য ইস্হাক এষৌকে ভালোবাসতেন (২৫:২৮)।

কিন্তু এইভাবে গোপনে ইস্হাক যে সেই আশীর্বাদ এষৌর হাতে তুলে দিতে চলেছেন, তা রিবিকা জানতে পারে; আর ফলস্বরূপ, তিনিও সেই আশীর্বাদ তাঁর প্রিয় পুত্র, যাকোবের হাতে তুলে দিতে ফন্দি আঁটেন। বৃদ্ধ ইস্হাকের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে তিনি যাকোবকে এষৌর পোষাক পরান ও তার হাতে ও গলায় ছাগলের চামড়া লাগিয়ে লোমশ করে তোলেন; এবং পাল থেকে দুটি ছাগলের বাচ্চা আনতে বলেন। মৃগ শিকার করতে অনেক সময় লাগে, তাছাড়া যাকোবের দ্বারা মৃগ শিকার সম্ভবও নয়। এখন, মায়ের এই ফন্দির কথা শুনে, যাকোব প্রথমে তার প্রতিবাদ করে। এখন এই প্রতিবাদের কারণ তার নৈতিক দ্বিধা নয়; কিন্তু সেই ভয়, যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে আশীর্বাদের পরিবর্তে তাকে অভিশাপ পেতে হবে (২৭:১১)। তখন তার মা তাকে বোঝান ও নিশ্চয়তা দেন। ফলস্বরূপ, যাকোব তার দাদার পোষাক পরে এষৌ সেজে পিতা ইস্হাকের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কাছে উপস্থিত হয় (২৭:১৬)। পাল থেকে যে দুটি ছাগলের বাচ্চা আনা হয়েছিল, সেগুলি দিয়ে তার মা যে খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন, তা নিয়ে যাকোব তার পিতার কাছে উপস্থিত হয়, ও তার পিতাকে প্রতারিত করে।

এই সময় ইস্হাক এতখানি বৃদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি যে কেবল চোখে দেখতে পেতেন না, তা নয়; তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও কাজ করত না। তাঁর স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি এষৌ ও ছদ্মবেশি যাকোবের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলেন না (২৭:২২)। তাঁর নাকও সঠিক ভাবে কাজ করেনি, তাই এষৌর পোষাকের গন্ধ শুকে তিনি যাকোবকে এষৌ ভেবেছেন (২৭:২৭)। তাঁর জিভও কাজ করতে পারিনি, যার ফলস্বরূপ, এষৌর রান্না ও রিবিকার রান্নার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি (২৭:২৫)। কেবল তাঁর কান সঠিক কাজ করেছিল, যার দ্বারা তাঁর মনে হয়েছিল, যে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, সে যাকোব (২৭:২২)। কিন্তু অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতারিত হবার কারণে, তিনি তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

যাকোব একজন ওস্তাদের ন্যায় তার পিতাকে প্রতারিত করল। পিতা যখন তাকে প্রশ্ন করলেন, ***"তুমি কি নিশ্চয়ই আমার পুত্র এষৌ?"*** তখন যাকোব বিনা সঙ্কোচে উত্তর দিয়ে বলেছিল, ***"হ্যাঁ"*** (২৭:২৪)। কেবল তাই নয়, পিতা যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ***"বৎস, কেমন করে এত তাড়াতাড়ি মৃগ শিকার করতে পারলে?"*** তখন যাকোব ঈশ্বরের নামের মিথ্যা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেনি, ***"সদাপ্রভু ঈশ্বর আমার সামনে শুভফল উপস্থিত করলেন"*** (২৭:২০)। এর দ্বারা ইস্হাক সম্পূর্ণ ভাবে প্রতারিত হন ও তিনি এষৌকে যে আশীর্বাদ করবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা যাকোবকে করতে বাধ্য হন (২৭:২৭-২৯)। ঈশ্বরের নামে শপথ করে ইস্হাক যাকোবকে জাগতিক আশীর্বাদ করেন ও তার ভাইদের উপর তার কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে অব্রাহামের প্রতি উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করেন, ***"যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক; যে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদযুক্ত হোক"*** (২৭:২৯; ১২:৩)।

যদিও আমরা এর পরবর্তী অংশ পাঠ করিনি, কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পাই, এষৌ মৃগ শিকার করে ও মাংস রান্না করে পিতার সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত হয়, এবং উপলব্ধি করে যে, সে সমস্ত আশীর্বাদ হারিয়েছে। এষৌ যে জ্যেষ্ঠাধিকারকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল, সেই জ্যেষ্ঠাধিকার অনুসারে আশীর্বাদ হাত ছাড়া হয়েছে। এষৌ রেগে গিয়ে পিতার মৃত্যুর পর যাকোবকে হত্য করার কথা মনে মনে চিন্তা করে (২৭:৪১); আর তা শুনে রিবিকা যাকোবকে হারণে পালিয়ে যেতে বুদ্ধি দেয় (২৭:৪৩-৪৪)। ২৭ অধ্যায়ের এই ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত **প্রতারণা** ও **মিথ্যার** উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৪টি চরিত্রের (ইস্হাক, রিবিকা, যাকোব ও এষৌ) মধ্যে কে এই ঘটনার জন্য দায়ী? আমরা সহজেই এর জন্য যাকোবের প্রতারণাকে ও সেই প্রতারণায় ইন্ধন যোগাবার জন্য তার মা রিবিকাকে দায়ী করতে পারি। কিন্তু অন্য দিকে, এষৌ ইতিপূর্বে দুবার (ডাল খাওয়া, কনানীয়দের বিবাহ করার দ্বারা) তার জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছজ্ঞান করায়, সে তার দায়িতত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। সত্য হল, এখানে ৪ জনই দায়ী, তাদের কেউই সাধুবাদ পাবার যোগ্য নয়। একমাত্র ঈশ্বর সাধুবাদ পাবার যোগ্য, মানুষের শত পাপ-চেষ্টা সত্ত্বেও যাঁর উত্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যাইহোক, আজ আমরা এই ঘটনায় রিবিকা ও যাকোবের দায়িত্বকে আলোচনা করব। আগামী সপ্তাহে আমরা ইস্হাক ও এষৌকে দেখব।

২। রিবিকার দায়িত্ব:

ঘটনার শুরুতেই আমরা সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার মুখাপেক্ষা দেখতে পাই। ৫ পদে বলা হয়েছে, ***"ইস্হাক যখন <u>নিজের ছেলে</u> এষৌকে এই কথা বলেন;"*** কিন্তু ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"রিবিকা <u>নিজের ছেলে</u> যাকোবকে এই কথা বললেন।"*** পারিবারিক ঐক্য কীভাবে নষ্ট হয়েছে, তা এই কথার মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। এ কথা যদিও সত্য যে, অন্যান্য ইহুদি মায়েদের ন্যায়, রিবিকা নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে নিজের স্বামীর উপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়েছে; তথাপি রিবিকার দৃষ্টিকোন থেকে এই ঘটনাকে আমাদের দেখা প্রয়োজন। এষৌ ও যাকোবের জন্মের পূর্বেই তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর যমজ পুত্রদ্বয়ের বিষয় যে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলেন, তা হল, ***"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে"***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(২৫:২৩)। তাই, তিনি যখন দেখলেন, তাঁর স্বামী এষৌকে সমস্ত আশীর্বাদ দিতে চলেছেন, তখন তাঁর স্বামীর সেই পরিকল্পনা যে কেবল বোকার কাজ বা রিবিকার পক্ষে কেবল রাজি না হওয়ার কাজ ছিল, এমন কোনও সামান্য কাজ ছিল না। কারণ, ইস্হাক তাঁর এই পরিকল্পনার দ্বারা ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে যাচ্ছিলেন। অব্রাহামের প্রতি প্রতিজ্ঞাকে ঈশ্বর যাকোবকে দিতে মনস্থ করেছেন, কিন্তু ইস্হাক তা প্রতিরোধ করে, এষৌকে দিতে চলেছেন।

এখন, এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ইস্হাক প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আর সেই আশীর্বাদ একবার দেওয়া হয়ে গেলে, তার আর পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। সময় বেশি ছিল না। এখন, এমন পরিস্থিতিতে একজন বিশ্বাসী স্ত্রীর কী করা উচিৎ ছিল? 'সব ভালো যার শেষ ভালো,' তাই নয় কি? এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের 'কম গুরুত্বপূর্ণ বিধান' ভঙ্গ করে, ঈশ্বরের সুদীর্ঘ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

এখানে প্রকৃত প্রলোভনটি কী, তা আমাদের ধরতে হবে। এ হল শয়তানের সেই সর্টকাট পদ্ধতি। শয়তান এসে আমাদের এমন কথা শোনায়, *"ঈশ্বরের পথে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। কিন্তু, আমরা যদি ঈশ্বরকে একটু সাহায্য করি . . . তাহলে বেশিদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"* সে আমাদের আরও বলে, *"এ কথা ঠিক যে, আমি যে পদ্ধতির কথা বলছি, তা একশো ভাগ সঠিক পথ নয়; কিন্তু তাতে কী আসে যায়, যখন তার দ্বারা উত্তম ফল পাওয়া সম্ভব।"*

এই একই প্রলোভন নিয়ে শয়তান প্রান্তরে যীশুর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখিয়ে যীশুকে বলেছিল, ***"তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দেব"*** (মথি ৪:৯)। যীশু যে কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছেন, শয়তান এখানে তা খুব সহজে অর্জন করার পথ যীশুকে দেখিয়েছে। আমরা জানি, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর, স্বর্গারোহণের পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, ***"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমকে দত্ত হয়েছে"*** (মথি ২৮:১৮)। কিন্তু শয়তান এখানে সেই কর্তৃত্ব যীশুকে তৎক্ষণাৎ দেবার কথা বলেছে, এবং তা লাভ করতে ক্রুশের কঠিন পথ অতিক্রম করার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যীশুকে দেখি, তিনি শয়তানের সেই সর্টকাট পদ্ধতিকে সরাসরি প্রত্যাখান করে বলেছেন, ***"দূর হও শয়তান"*** (মথি ৪:১০)। **কেবল উত্তম লক্ষ্য স্থির করলে হবে না, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা যে উপায়কে বেছে নিই, তাকেও উত্তম হতে হবে।**

১করিন্থীয় ৯:২৪ পদে, পৌল লিখেছেন, ***"দৌড়ের স্থলে, সকলে দৌড়ায়, কিন্তু কেবল একজন পুরস্কার পায়। তোমরা এরূপে দৌড়াও, যেন পুরস্কার পাও।"*** আবার ২তীমথিয় ২:৫ পদে পৌল লিখেছেন, ***"কোনও ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে, সে বিধি মতো যুদ্ধ না করলে মুকুটে বিভূষিত হয় না।"*** এর অর্থ, খ্রীস্টবিশ্বাসী যে কোনও ভাবে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, সঠিক উপায়ে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের দায়িত্ব হল, ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া; আর তা যদি আমরা পালন করি, তাহলে তিনি তাঁর নিজের পথে, নিজের সময়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন।

তাই, আমাদেরকে যে মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা হল, **আমাদের সাহায্য ছাড়া কি ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারেন?** আমরা যখন এই প্রশ্ন রিবিকার আচরণের প্রতি করি, তখন কিন্তু আমরা রিবিকার আচরণের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি তার যথেষ্ট বিশ্বাসকে দেখতে পাই না। ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের বাক্যে এমন কোনও কম গুরুত্বপূর্ণ বিধান নেই, যাকে আমরা ভেঙ্গে উত্তম ফল আশা করতে পারি। আমরা অন্যের পাপের সমাধান করতে নিজেরা পাপ করতে পারি না। কিংবা, একটা পাপ ঢাকতে অন্য একটি পাপ করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, **ঈশ্বর তাঁর আপন ক্ষমতায় তাঁর প্রতিজ্ঞাত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে সক্ষম**। তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে তিনি আমাদের পাপপূর্ণ সাহায্য আশা করেন না। আমাদের দায়িত্ব হল, সঠিক পথে তাঁর প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ আচরণ। রিবিকার উচিৎ ছিল, প্রার্থনা সহকারে অপেক্ষার দ্বারা ঈশ্বরের হাতে বিষয়টি সমর্পণ করা। কারণ, ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

৩। যাকোবের দায়িত্ব:

এই ঘটনায় যাকোব ঠাণ্ডা মাথায়, নীরবে মায়ের প্রতারণার ছক মেনে কাজ করেছে। এর আগে আমরা দেখেছি, মায়ের সেই পরিকল্পনার কথা শুনে, যাকোব প্রথমে যে ইতঃস্তত করেছিল, তা তার নৈতিক দ্বিধার কারণে নয়, কিন্তু সেই ফন্দির সফলতার বিষয় সন্দেহ থাকার কারণে (২৭:১১)। তখন তার সেই সন্দেহ দূর করতে রিবিকা তাকে সেই পরিকল্পনার সফলতার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, ***"সেই অভিশাপ আমাতেই বর্তুক"*** (২৭:১৩)। আমাদের জীবনেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকে। সঠিক নয় জেনেও, আমরা যদি একবার শয়তানের কথা মেনে নিই, তাহলে নিজেদের শক্তিতে পুনরায় ফিরে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যখন আমাদের পাপের মূল্য উপলব্ধি করি, তখন আর তা থেকে মুক্ত হবার কোনও উপায় থাকে না। এমন প্রতারণার দ্বারা যাকোব যে আশীর্বাদ অর্জন করেছে, তার জন্য তাকে কী মূল্য দিতে হয়, তা যাকোব তার আগামী জীবনে বৎসরের পর বৎসর ধরে উপলব্ধি করতে চলেছে।

যাকোবের ন্যায় আমরাও আমাদের ক্ষমতায় এমন বিশ্বাস করে থাকি যে, পাপ করা সত্ত্বেও আমরা কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব না। শয়তান আমাদের সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করায় যে, আমাদের পাপ কখনও ধরা পড়বে না, কিংবা তা ধরা পড়লেও আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর বিপরীতে বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, ***"নিশ্চয় জেনো, তোমাদের পাপ তোমাদের ধরবে"*** (গণনা ৩২:২৩)। আমরা সকলেই এই কথার সত্য সাক্ষী। আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর সব থেকে বড়ো মণ্ডলীর (কোরিয়ার ইয়োইদি ফুল গস্পেল চার্চ) পালক (ইয়ং-গি চো) মণ্ডলীর অর্থ তছনছ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত। ব্যভিচার কাজে ধরা পড়ায় কত প্রচারক তাদের পরিচর্যা হারিয়েছেন। গোপন পাপের কারণে কত মানুষ মনের শান্তি হারিয়েছেন। চুরির দায়ে কত লোকের চাকরি গেছে। সমস্ত পাপই আমাদের ক্ষতি করে, আমাদের খোসারত দিতে হয়, তা আমাদের ধ্বংস করে। আজ হোক কি কাল হোক, পাপ তার পরিণাম সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু আমরা সেই সত্য মেনে নিতে সর্বদা দেরি করি। পাপের প্রলোভন যখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন আমরা সাধারণত যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিই, তা হল, আমরা ধরা পড়ব, কি পড়ব না। কিন্তু বাস্তব হল, আমাদের পাপপূর্ণ ইচ্ছা সর্বদাই ধরা না পড়ার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করে থাকে; কিংবা ধরা পড়লেও ক্ষতির কিছু নেই, এমন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, আমরা যদি ধরা না-ও পড়ি, পাপের মূল্য কিন্তু আমাদের দিতেই হবে।

মায়ের মুখে নিজের পাপের বিষয় নিরাপত্তার কথা শুনে যাকোব মরীয়া হয়ে তার পাপ কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে, পাপ করার পর আদম হবাকে ঈশ্বর পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী পোষাক পরিয়েছিলেন। এর দ্বারা সুসমাচারের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। প্রতীকী উপায়ে এর দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন যে, মানুষের পাপের কারণে যে লজ্জ্যা এসেছে, তা ঢাকতে তিনি যথার্থ আবরণ (খ্রীস্ট যীশুকে) সরবরাহ করতে চলেছেন। অন্যদিকে, এখানে আমরা যাকোবকে দেখছি, নিজের পাপ যাতে প্রকাশ না পায়, তার জন্য সে পশুর চামড়া ব্যবহার করেছে। নিজের পরিচয় সম্বন্ধে তার পিতাকে প্রতারিত করতে যাকোব পশুর চামড়া ব্যবহার করেছে। পিতার সঙ্গে কথায় একের পর এক সে মিথ্যা কথা বলেছে। এমনকী সে তার মিথ্যার পক্ষে ঈশ্বরের নামকে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। **এটাই কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার সঠিক উপায়? কখনও নয়।**

কিন্তু রিবিকা ও যাকোব যদি এইভাবে হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যাকোব কি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারত? আমরা যখন এমন প্রশ্ন করি, তখন তার দ্বারা আমরা সেই কথা বলি যে, ঈশ্বর নিজের শক্তিতে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে অক্ষম; আর তাই, আমাদের প্রয়োজন তাঁকে সাহায্য করা, সেই সাহায্য পাপপূর্ণ হলেও কিছু আসে যায় না। আমাদের ঈশ্বর কি এতই কম ক্ষমতার অধিকারী? আগামী সপ্তাহে আমরা যখন এই ঘটনার অন্য দুই চরিত্র, ইস্হাক ও এষৌকে দেখব, তখন আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতা কতখানি, তা উপলব্ধি করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com